The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVIII, 2022 (pp. 59 - 74)
Published in July, 2025

হানাফী ফিকহে 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.)-এর প্রভাব : একটি পর্যালোচনা

ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ*

প্রতিপাদ্যসার: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় তাঁর নির্দেশে সাহাবীগণ ধর্ম প্রচারে দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বন্দেগিতে নিয়ে আসা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিরোধানের পরেও সাহাবীগণ তাওহীদের বাণীর ফেরিওয়ালা হয়ে নিজেদের ঘর বাড়ী ছেড়ে দেশে দেশে ইসলামের বাণী প্রচারে মনোনিবেশ করেন। যেখানেই ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়েছে সেখানে সাহাবীগণ স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন। তাঁদের থেকে অসংখ্য তাবি'ঈ শিক্ষা লাভ করেছেন এবং তাবি'ঈদের থেকে অসংখ্য তাব'-তাবি'ঈ শিক্ষা লাভ করেছেন। এভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সাহাবায়ে কেরামের একটি বড় ভূমিকা দেখা যায়। কূফা অঞ্চলে যেসব সাহাবীর প্রভাব পড়েছে তাঁদের মধ্যে 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) অন্যতম। উল্লেখ্য, তিনি 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর খিলাফাতের সময় কূফার প্রধান বিচারপতি ও মুসলমানদের বায়তুল মালের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। এই মহান সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিজ্ঞ পণ্ডিত সাহাবীগণের মধ্যে অন্যতম ফকীহ ছিলেন। তিনি কিতাব ও সুন্নাহ বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারীদের অন্যতম। কূফা অঞ্চলে যাঁরা তাঁর জ্ঞান ও ফিকহ দ্বারা ঋদ্ধ হয়েছেন তাঁদের সংখ্যা চার হাজারের অধিক। 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) হানাফী ফিকহে কীরূপ প্রভাব বিস্তার করেছেন তা আলোচনা করাই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য।]

ভূমিকা:

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর কুরআন নাযিল করে তা সাহাবীগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাহাবী, সাহাবী থেকে তাবি'ঈ, তাবি'ঈ থেকে তাব' তাবি'ঈ হয়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে কুরআনের জ্ঞান প্রচার হতে থাকে। সাহাবীগণ কেবল কুরআন মাজীদ আত্মস্থ করেছেন তা নয়; তাঁরা নবীজির হাদীছও কুরআন মাজীদের ন্যায় সংগ্রহ করেছেন। হিজরতের পর সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর একটি বড় অংশ মদীনায় বসাবাস শুরু করেন। মক্কা বিজয়ের পর পুরো জযিরাতুল আরবে সাহাবীগণের বসাবস শুরু হয়। এত্যবসরে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক বিজ্ঞ সাহাবীকে বিভিন্ন দেশে কুরআন হাদীছের বাণী শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রেরণ করেন। এ ধারাবাহিকতায় ইরাক বিজয় হলে সাহাবীগণের এক বিশাল বাহিনী কূফায় জীবন যাপন শুরু করেন। কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কূফা নগরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাহাবীগণের মধ্যে এক হাজার পাঁচশত সাহাবী প্রবেশ করেন। তাঁদের মধ্যে ত্রিশজন বদরী সাহাবী ছিলেন। (আল-খলীলী ২/৫৩৩) কূফাবাসী তাঁদের থেকে কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহ-এর জ্ঞান অর্জন করেন । কূফাবাসী ফিকহ শাস্ত্রে যেসব সাহাবী দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.)

* প্রফেসর, আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

অন্যতম। তিনি কূফাবাসীকে কুরআন মাজীদ শিক্ষা দিয়েছেন, হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং কূফাবাসীদের মাঝে বিচার কার্য পরিচালনা করেছেন। কূফাবাসী তাঁর থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন, বর্ণনা করেছেন ও শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাঁরা যা অর্জন করেছেন তা তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের নিকট বর্ণনা করেছেন। এভাবে কূফানগরী ফিকহী মাদরাসার উৎসে পরিণত হয়। যা পরবর্তীতে ইমাম আবূ হানীফা নু'মান (রাহ.) ও তাঁর সাথীদের হাতে সমৃদ্ধ হয়েছে। এই জন্য বলা হয় 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) ফিকহ চাষাবাদ করেন, 'আলকামা (রহ.) তাতে সেচ দেন, ইবরাহীম নাখ'ঈ (রহ.) ফসল কর্তন করেন, হাম্মাদ (রহ.) তা মাড়াই করেন, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এটাকে পিষেছেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) এটাকে খামির বানিয়েছেন, ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) এটাকে রুটি বানিয়েছেন। পরবর্তীতে লোকেরা তাঁর বানানো রুটি খাচ্ছেন। (আল হাসকাফী, ১২)

'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.)-এর পরিচিতি

'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.)-এর বংশ লতিকা হলো, 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ, ইবন গাফিল ইবন হাবীব ইবন শামখ ইবন ফার ইবন মাখযুম ইবন সাহীলা ইবন কাহিল ইবনুল হারিছ ইবন তামিম ইবন সা'দ ইবন হুযাইল ইবন মুদরিকা ইবন ইলিয়াস আল-হুযাইলী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আবূ 'আব্দুর রহমান নামে ডাকতেন। তাঁর মাতার নাম- উম্মু 'আব্দ বিনত 'আবদ ইবন সাওয়াদ তিনিও হুযাইলী গোত্রের। ইবন মাস'উদ (রা.)এর পিতা জাহিলী যুগে ইন্তিকাল করেন। আর মাতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর ঈমান গ্রহণ করে সাহাবা হন। এজন্য কখনো কখনো তাঁকে ইবন উম্মি 'আবদ নামেও ডাকা হতো। (আল 'আসকালানী, আল ইসাবাহ, ১/৫৭-৫৮) ইবন মাস'উদ (রা.) তাঁর গোত্রের সাথে মক্কায় আগমন করলে কাবাগৃহে তিনজনকে নামায পড়তে দেখে তিনি 'আব্বাস (রা.)কে জিজ্ঞাস করেন, এরা কারা। তিনি বললেন, এরা হলো, আমার ভাইয়ের ছেলে মুহাম্মদ ইবন 'আব্দুল্লাহ এবং তাঁর স্ত্রী খদীজা এবং ছোট ছেলেটি তাঁর চাচাতো ভাই 'আলী। এ দৃশ্য দেখে ইবন মাস'উদের মনে পরিবর্তন দেখা দিলো, তিনি বিলম্ব না করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

كنت من السابقين الأولين حيث كنت سادس ست

'আমি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে ৬ষ্ঠ ব্যক্তি'। (আয-যাহবী সিয়ারু আ'লামিন নুবলা, ১/৩৩৫) তিনি 'উকবা ইবন মু'য়িত-এর গোলাম ছিলেন। তিনি মালিকের ছাগল চড়াতেন। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর (রা.) তাঁর কাছে গেলেন এবং তাঁকে ছাগলের দুধ পান করাতে বললেন। তখন তিনি অপারগতা প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি আমানতদার (এ আমার দ্বারা সম্ভব না)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে একটি ছাগী নিয়ে আসার জন্য বললেন; তিনি ছাগীর স্তন মাসেহ করে দিলেন; অতপর উক্ত ছাগী থেকে দুধ বের হতে লাগলো। আবূ বাকর (রা.) পান করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও পান করলেন। অতঃপর তিনি দুধের স্তনকে বললেন, সংকুচিত হয়ে যাও। দুধের স্তন পূর্বে যেরূপ ছিলো সেরূপ হয়ে গেলো। এ মু'জিযা দেখে 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) বললেন, আমাকে কুরআন শিক্ষা দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা মাসেহ করে দিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই তুমি একজন শিক্ষিত গোলাম। (আহমদ আল-মুসনাদ, ৬/৮২)

'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সত্তরটি সূরা মুখস্থ করেছেন। তিনি ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর মক্কায় প্রকাশ্যে কুরআন পাঠ করেছিলেন। তিনি দু'বার হিজরত করেছেন, দু'কিবলার দিকে সালাত আদায় করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বদর যুদ্ধে আবূ জাহেলকে চূড়ান্ত আঘাত

করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি আচার-আচরণে ও চলনে-বলনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক নিকটবর্তী ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে বেশি বেশি প্রবেশ করতেন এবং তাঁর খেদমত করতেন, তাঁর জোতা মোবারক বহন করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালে জুতা পরিয়ে দিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন গোসল করতেন, তখন ইবন মাস'উদ (রা.) তাঁকে পর্দাবৃত করার দায়িত্ব পালন করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিসওয়াক সংরক্ষণ করা এবং বিছানা ও অযুর পানি ব্যবস্থা করার দায়িত্বও তিনি নিজ হাতে পালন করতেন। তিনি তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন। (আয-যাহবী: সিয়ারু আ'লামিন নুবলা, ১/৩৩৫) এ প্রসঙ্গে ইবন হাজার (রাহ.) বলেন,

ابن مسعود رضى الله عنه صاحب نعلي النبي صلى اله عليه وسلم كان يدخلهما في يديه عندما يخلعهما النبي صلى الله عليه و سلم وهو كذالك صاحب وسادة النبي صلى الله عليه وسلم و مطهرته

'ইবন মাস'উদ (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জুতা বহনকারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুতা খুলার সাথে সাথে তিনি তা নিজের হাতে নিয়ে নিতেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিছানা ও ওযুর ব্যবস্থা করার দায়িত্বও পালন করতেন।' (আল 'আসকালানী: আল-ইসাবাহ, ১/৫৯)

সাহাবীগণের মধ্যে ইবন মাস'উদ (রা.) বিখ্যাত ফকীহ ছিলেন। কুরআন, ফিকহ ও ফাতওয়া প্রদানে অগ্রগামী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,-

'لَرِجْلُ عبدِ اللهِ أثقلُ في الميزانِ من أُحدٍ'

'(পুণ্যের) পাল্লায় 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদের পা উহুদ পাহাড়ের চেয়ে অধিক ভারী হবে।' (আহমদ: মুসনাদ, হাদীছ নং- ৯২০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, 'আমি যদি তাঁদের কাউকে পরামর্শ ছাড়া দলনেতা নিযুক্ত করতাম, তাহলে ইবন উম্মু 'আবদকে দলনেতা নিযুক্ত করতাম।' (তিরমিযী ৬/ ১৫২)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, 'যাঁর প্রতি ইবন উম্মু 'আবদ সন্তুষ্ট আমিও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। (আল-হাকিম ৩৫৯) কুরআন মাজীদের ওপর তাঁর পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

استقرئوا القرآن من أربعة عبد الله بن مسعود و سالم مولى أبي حذيفة و أبي بن كعب و معاذ بن جبل

'তোমরা চারজনের কাছে কুরআন শিখো, 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ, সালিম মাওলা আবূ হুযাইফা, উবাই ইবন কা'ব এবং মু'য়ায ইবন জাবাল।' (আল-বুখারী হাদীছ নং ৩৬৭২)

'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, 'এই ব্যক্তি জ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়েছেন।' তাঁর সম্পর্কে 'আলী ইবন আবূ তালিব (রা.)কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেন, 'তিনি কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা লাভ করেছেন।' আর আবূ মূসা (রা.) বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত এই জ্ঞানী তোমাদের মাঝে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার কাছে কোন কিছুর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করো না।' তিনি ৩২ হিজরীতে বাষট্টি বৎসর বয়সে মদিনায় ওফাত প্রাপ্ত হন। তাঁকে জান্নাতুল বাকী'তে দাফন

করা হয়, তাঁর নামাযে জানাযা 'উছমান ইবন 'আফ্ফান (রা.) পড়ান। (ইবন সা'দ, ৩/ ১১১-১১৭ ও ইবনুল আছীর ২৮০-২৮৬)

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) হতে কূফায় যে সকল তাবি'ঈ ও তাব' তাবি'ঈ শিক্ষা লাভ করেছেন

'উমার ফারুক (রা.)-এর সময় 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) কূফার বিচারক ও বায়তুল মালের দায়িত্বে নিযুক্ত হন এবং কূফাবাসীকে কুরআন-সুন্নাহ শিক্ষা ও ফিকহ শিক্ষা দেয়ার দায়িত্বে নিযুক্ত হন। অসংখ্য লোক তাঁর হাতেই ছাত্রত্ব গ্রহণ করেন। কুরআনের তেলাওয়াতকারী, মুহাদ্দিস ও ফুকহায়ে কেরামের মাধ্যমে কূফা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ইমাম সারাখসী (রাহ.) বলতেন, কূফায় যখন 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) ছিলেন, তখন চার হাজার ছাত্র তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। বর্ণিত আছে যে, 'আলী (রা.) যখন কূফায় আগমন করেন তখন 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) তাঁর সাথীদের নিয়ে বেরিয়ে যান। 'আলী (রা.) যখন তাঁদের দেখলেন, তখন বললেন, 'এই জনপদ জ্ঞান ও ফিকহে পরিপূর্ণ হয়েছে'। (আস-সারাখসী, ১৬/৬৯) ইবন মাস'উদের ফিকহি দর্শন কূফায় প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁর থেকে ইরাক ও অন্যান্য এলাকার ফকীহগণ ফিকহ গ্রহণ করেন। তাঁর মাযহাব যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ তাবি'ঈন হলেন- 'আলকামা ইবন কাইস (রাহ.) (৬২হি.), মাসরুক ইবন আল-আজদা' (রাহ.) (৬৩হি.), 'আমর ইবন শুরাহবীল আল-হামদানী (রাহ.) (৬৩হি.), হারিছ আ'ওয়ার (রাহ.) (৬৫হি.), 'উবায়দাহ ইবন 'আমর আস-সালমানী (রাহ.) (৭২হি.), আল-আসওয়াদ ইবন ইয়াযিদ (রহ.) (৭৫হি.), কাযী শুরাইহ ইবন হারিছ (রাহ.) (৮২হি.) প্রমুখ। অবশ্যই সিরাতশাস্ত্রবিদগণ বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম তায়মী (রাহ.) বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) এর ষাটজন সাথী আমাদের মাঝে ছিলেন। (ইবন সা'দ ৬/ ৯০; আশ শিরাজী ১/ ৮১)

কূফানগরীতে তাবি'ঈনের মধ্যে ইবন মাস'উদ (রা.)এর প্রায় চার হাজার ছাত্র ছিলেন। তাঁরা তাঁর থেকে 'ইলম, 'আমল ও চরিত্র গ্রহণ করেন। পূর্বে বলা হয়েছে তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আচার-আচরণে ও চাল-চলনে সর্বাদিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। ইমাম শা'বি (রাহ.) বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.)-এর সাথীগণ তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁরাই তাঁর থেকে জ্ঞান ও 'আমলের ওয়ারিছ হয়েছিলেন। (আয-যাহাবী, ৪/ ৩০৯ ও আল 'আসকালানী ১/ ৫৭-৫৮) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ ব্যতীরেকে লোকদের মাঝে সহনশীলতা ও জ্ঞানে গুণে তাবি'ঈনের চেয়ে মহান কেউ নেই।

'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.)-এর ছাত্রদের থেকে যে সকল তাব'-তাবি'ঈন শিক্ষা লাভ করেছেন

'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) ও তাঁর সাথীদের থেকে তাবি'ঈ সম্প্রদায় হতে একটি বড় জামা'আত 'ইলম ও ফিকহশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁদের থেকে তাব'-তাবি'ঈদের মধ্যে যাঁরা ফিকহ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন তাঁদের সংখ্যা অগণিত। তাঁদের মধ্যে ইবরাহীম ইবন ইয়াযিদ আত-তাইমী (রাহ.) (৯২হি.), সা'ঈদ ইবন জুবাইর (রাহ.) (৯৫হি.), 'আমির ইবনু শুরাইহবীল আশ-শা'বী (রাহ.) (১০৪হি.), কাসিম ইবন 'আব্দুর রহমান (রাহ.) (১১৬হি.) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। (আশ-শিরাজী, ১/ ৮৫)

কূফার ফিকহশাস্ত্রের অগ্রদূত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহ.)

আবূ হানীফা নু'মান ইবন ছাবিত ইবন যুতি ইবন মাহ আত-তাইমী কূফী ৮০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইরাকের ফকীহ, ইসলামের একজন ইমাম, সর্বাধিক জ্ঞানী, মাযহাবের চার ইমামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইমাম। অবশ্যই তিনি চারজন সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছিলেন। ইমাম শিরাজী বর্ণনা করেন- আনাস ইবন মালিক (রা.), 'আব্দুল্লাহ ইবন আবূ আওফা আনসারী (রা.), আবূ তুফাইল 'আমির ইবন ওয়াসীলা (রা.) ও সাহল ইবন সা'দ আস-সা'ঈদী (রা.)। এছাড়া তিনি তাবি'ঈনের এক বড় জামা'আতের সাক্ষাত পান। যেমন শা'বী (রাহ.), নাখ'ঈ (রাহ.), 'আলী ইবন হুসাইন (রা.) প্রমুখ। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) তাঁদের থেকে ফিকহ গ্রহণ করেন নি। ইমাম

আবূ হানীফা (রহ.) ফিকহ গ্রহণ করেছেন ইবরাহীম নাখ'ঈ (রাহ.)-এর বর্ণনায় হাম্মাদ ইবন আবূ সুলায়মান (রাহ.) হতে। (আশ-শিরাজী ১/ ৭৯-৮৬)

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) কূফার একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি ফুকাহা ও 'উলামায়ে কেরামের মজলিসে আসা-যাওয়া করতেন এবং তাঁদের থেকেই ফিকহ গ্রহণ করেছেন। তিনি ফিকহশাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি একজন মুত্তাকী, পরহেজগার, সর্বদা আল্লাহ তা'আলার কাছে অনুনয়-বিনয়কারী বান্দা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত খোদভীরু, সৎচরিত্রবান ও অসীম দয়ালু ছিলেন। তাঁকে আবূ জা'ফর মানছুর কূফা থেকে বাগদাদে নিয়ে আসেন এবং তিনি বিচারকের দায়িত্ব নিযুক্ত করার ইচ্ছা করেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। ইবন হুবায়রা তাঁকে বারবার দায়িত্ব নেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেন; কিন্তু তিনি বিচারক হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ইমামগণ বলেন, সকল ফকীহ ইমাম আবূ হানিফা (রহ.)-এর পরিবারের সদস্য। ইমাম সুফিয়ান ছাওরি ও ইবনুল মোবারক (রাহ.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) সমসাময়িক পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন। তিনি ১৫০হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁকে খায়যান কবরস্থানে দাফন করা হয়। (ইবন কাছীর, ১০/ ১০৭; মুজিরুদ্দিন হাম্বলি, ৩/৩০১-৩০৪)

ফিকহশাস্ত্র বিন্যাসে ইমাম আযম আবূ হানীফা (রাহ.) অগ্রদূত। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে হানাফী ফিকহ নামে কূফাবাসীর মধ্যে একটি মাযহাব বিকশিত হয়। আর এ মাযহাবের মূলে ছিলেন হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.)। কূফারগীতে হযরত 'আলকামা ইবন কাইস নাখ'ঈ, ইবরাহীম ইবন ইয়াযিদ নাখ'ঈ, হাম্মাদ ইবন আবূ সুলায়মান, আবূ হানীফা (রহ.) প্রমুখ 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়া স্বভাবিক। নিম্নে এ বিষয়ে কিছু তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন করা হলো।

হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে কূফাবাসীর ওপর 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.)-এর প্রভাব

কূফাবাসী ও কূফার 'উলামায়ে কেরাম 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.)-এর মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, নিশ্চয়ই ইবন মাস'উদ (রা.) ও তাঁর সাথীগণ ফিকহ বিষয়ে অন্যদের তুলনায় অধিক বিশ্লেষণকারী। তাই কূফাবাসীর অন্তর তাঁর প্রতি ও তাঁর সাথীদের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। কূফাবাসী তাঁদের অসংখ্য ফতওয়া একত্রিত করেছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসংখ্য সাহাবীর এই এলাকায় বসবাস হওয়ার কারণে কূফাবাসীর জন্য হাদীছ ও সাহাবীগণের আছার সংগ্রহ করা মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাসকারীর ন্যায় সহজ হয়েছিলো। উল্লেখ্য, কূফাবাসী মদীনাবাসী থেকে কম সংখ্যক হাদীছ সংগ্রহকারী ছিলেন। সম্ভবত এর কারণ হলো- 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.)-এর মতামতে তাঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করতেন। তিনি এ ক্ষেত্রে 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে শিক্ষা নিয়েছিলেন। বর্ণিত আছে যে, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) যখন আনসারী সাহাবীগণের কোন দল কূফার দিকে প্রেরণ করতেন, তখন তিনি বেশি হাদীছ বর্ণনা করতে নিষেধ করতেন। এছাড়া অপর দিকে ইরাকে বিভিন্ন বাতিল ফেরকার লোকদের দ্বারা জাল হাদীছ বানানো বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই তাঁরা অধিক হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে ভয় পেতেন।

এটি তাঁদেরকে হাদীছ সংকলনে নিরুৎসাহিত করে। কিন্তু তাঁদের তীব্র বুদ্ধিমত্তা, ধীশক্তি এবং অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তাঁরা বিচার করতে সক্ষম হতেন। নতুন কোন সমস্যায় তাঁরা সাহাবীগণের বক্তব্যের আশ্রয় গ্রহণ করতেন। সুতরাং বলা যায়, তাঁরা উত্তর প্রদানে সাহাবীগণের মতামত যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাঁরা তাঁদের পথই অনুসরণ করেছেন। এভাবে কূফায় ইস্তিখরাজ ও ইস্তিমবাতের নিয়ম-নীতির উপর ভিত্তি করে ফিকহী যুগের সূচনা হয়। (আল 'আসকালানী ১/ ৫৯, ৬০)

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) হাদীছের রাভীদের বর্ণনা বৈধতা যাচাই করতেন এবং তাঁদের বিশুদ্ধ বর্ণনাগুলোতে বিশ্লেষণ করতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত এক জামা'আত লোক অপর এক জামা'আত লোক হতে এবং তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করতেন না, ততক্ষণ তিনি হাদীছ (খবরু ওয়াহিদ) গ্রহণ করতেন না। অথবা শহরের ফকীহগণ যতক্ষণ 'আমলের ওপর ঐকমত্য হতেন না ততক্ষণ তিনি তা গ্রহণ করতেন না। (আল-কাত্বান, ১/ ৩৩১)

একটি উদাহরণের মাধ্যমে এর খোলাসা করা যায়, কাতাদা (রহ.) খাল্লাস (রহ.) হতে বর্ণনা করেন এবং আবূ হাস্‌সান (রহ.) 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উতবাহ থেকে তিনি ইবন মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন। নিশ্চয়ই এক লোক একজন মহিলাকে বিয়ে করলো, তবে তার জন্য কোন মহর নির্ধারণ করলো না এবং তার সাথে সহবাসও করলো না। এমতাবস্থায় স্বামী মারা গেলো। অতঃপর তাঁরা 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) এর কাছে আসলেন, তখন তিনি কূফার বিচারক ছিলেন। তাঁরা এ বিষয়ে এক মাস যাবত মতানৈক্য করে আসছেন। তখন ইবন মাস'উদ (রা.) বললেন, যদি অতীব প্রয়োজন হয়, তাহলে আমি তার সমকক্ষ একজন মহিলার মহর ফরজ করবো। তাতে বেশিও হবে না এবং কমও হবে না। সে মিরাছ পাবে এবং তার ইদ্দত পালন করতে হবে। ইবন মাস'উদ (রা.) বললেন, যদি আমার ফয়সালা সঠিক হয়, তাহলে তা আল্লাহর পক্ষ হতে। আর যদি ভুল হয়, তাহলে তা আমার পক্ষ হতে এবং শয়তানের পক্ষ হতে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ থেকে মুক্ত। এসময় আশজা' গোত্রের এক ব্যক্তি বললেন, তাঁদের মধ্যে আল-জারাহ ইবন আবূ সিনানও ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে বিরওয়া বিনত ওয়াশিক নামের এক মহিলার ব্যাপারে এরূপ ফায়সালা দিয়েছিলেন, হিলাল ইবনু মুররা আল-আশজায়ি' (রা.) তাঁর স্বামী ছিলেন। অবশ্যই 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) ক্ষমতা অর্পনকারীনি মহিলা যার স্বামী সহবাস করার পূর্বে মারা গিয়েছিল 'মহরু মিছল'-এর ফায়সালা করেছেন। আশজা' গোত্রের লোকেরা সাক্ষ্য দেয়ার পর হাদীছ গ্রহণ করা হয়েছে এ বিষয়ে ইবন মাস'উদ (রা.)কে অনুসরণ করেছেন 'আলকামা, শা'বী, ইবন আবূ লায়লা, সুফিয়ান ছাওরি ও ইবন শুবরামা (রা.) প্রমুখ। উল্লেখ্য, এটাই হানাফী মাযহাবের ফয়সালা। (আস-সারাখসী, ৫/ ৬২; আল হালবী, ২/ ২৪৯)

সাহাবীগণের কর্মকাণ্ড ও ফয়সালা সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত

'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.)-এর মতামতে কূফাবাসী বিশেষত হানাফী মাযহাব প্রভাবিত হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যাঁরা সান্ত্বনা প্রত্যাশী, তাঁরা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ হতে সান্ত্বনা খুঁজে নেয়। কেননা, তাঁরাই উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধার্মিক, সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী, সবচেয়ে কম কৃত্রিমতার অধিকারী এবং হেদায়দের দিক থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবিয়্যাতের জন্য পছন্দ করেছেন। (ইবন 'আব্দিল বার, ২/ ২৪৯)

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) মনে করেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের আদর্শ অনুসরণ করা অন্যদের চেয়ে উত্তম। ইবরাহীম নাখ'ঈ (রাহ.) এই মতামতে প্রভাবিত হয়ে বলেন, আমি যদি সাহাবীগণকে উভয় হাতে কব্জি পর্যন্ত ধৌত করে ওযু করতে দেখতাম, তাহলে আমিও অনুরূপ ওযু করতাম। আর আমি কনুই পর্যন্ত পড়েছি, কেননা তাঁদেরকে সুন্নাহ ছেড়ে দেয়ার অপবাদ দেয়া যায় না। তাঁরাই জ্ঞানের মালিক, তাঁরাই আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণে অধিক আগ্রহী ছিলেন। দ্বিনে সন্দেহকারী ব্যতীরেকে কেউ তাঁদের ব্যাপারে মন্দ ধারণা করতে পারে না। (আল-'আবদারী, ১/ ১২৮; 'ইল্লিশ, ১/ ৯০)

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)ও এ নীতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেন। যখন তাঁকে আবূ জাফর আল-মনছুর জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে নু'মান আপনি জ্ঞান কার থেকে গ্রহণ করেছেন? তখন তিনি বলেন, হাম্মাদ (রাহ.) হতে, তিনি ইবরাহীম নাখ'ঈ (রাহ.) হতে, তিনি 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর সাথীদের থেকে, তাঁরা 'উমার (রা.), 'আলী ইবন আবী তালিব (রা.), 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.), 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা.) হতে। বাহ! বাহ! আপনি জ্ঞানে পূর্ণতা লাভ করেছেন। (আস-সামিরী, ১/ ৬৮)

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ইমাম সারাখসী (রাহ.) (৪৮৩হি.) বলেন, পারিভাষিক অর্থে আমাদের মতে 'সুন্নাহ হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা প্রচলন করেছেন এবং পরবর্তীতে সাহাবীগণ যা প্রচলন করেছেন'। (আস-সারাখসী, উসুলুস সারাখসী, ১/১১৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ যা প্রচলন করেছেন, তাই আমাদের হানাফীদের মতে সুন্নাহ হিসাবে বিবেচিত। যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ অনুসরণ আবশ্যক সেভাবে সাহাবীগণের সুন্নাহ-এর অনুসরণ আমাদের জন্য আবশ্যক।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) বলেন, হজ্ব ফরয এবং 'উমরা সুন্নাহ। (ইবন আবূ শায়বাহ, ৩/২২৩) তাঁকে অনুসরণ করে হানাফীরা বলেন, 'উমরা সুন্নাত; ফরজ নয়। হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম ইবনুল হুমাম (রাহ.) বলেন, শরি'আতের বিধান নির্ণয়ে একজন রোল মডেল হিসাবে 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদই(রা.) যথেষ্ট। (ইবন আল-হুমাম, ১/ ১৪১)

হানাফী ফিকহে 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.)-এর কুরআন পাঠের রীতির প্রভাব

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সাহাবীগণ কুরআন পাঠের শিক্ষা লাভ করেন। ওহির মাধ্যমে যেভাবে কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে সেভাবে রাসূলুল্লাহ থেকে সাহাবীগণ পঠনরীতি শিক্ষা লাভ করেছেন। কোন কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখ হতে কুরআন শিক্ষা লাভ করার পর লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। কখনো কখনো কোন কোন আয়াতের তাফসিরও লিখে রাখতেন। এগুলোকেই সাহাবীগণের মুসহাফ বলা হতো। যেমন 'উবাই ইবন কা'ব (রা.) ও 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) উভয়ের দু'টি মুসহাফ ছিলো। সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা প্রসিদ্ধ কুরআন পাঠক ছিলেন তাঁদের ছাত্রত্ব গ্রহণ করেছিলেন অনেক সাহাবা ও তাবি'ঈ (রাহ.)। এক্ষেত্রে যাঁরা 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.)-এর ছাত্রত্ব গ্রহণ করে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন 'আলকামা (রা.), মাসরুক (রা.), আল-আসওয়াদ (রা.)সহ প্রমুখ যাঁদের আলোচনা ইতোপূর্বে করা হয়েছে। তাঁর পঠিত কেরাতের প্রভাব দেখা যায় কূফাবাসী, বিশেষত হানাফী মাযহাবে। কেননা, কূফাবাসী 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) হতে কুরআনের তেলাওয়াত গ্রহণ করেছিলেন। নিম্নে এ বিষয়ে কিছু ফিকহী উদাহরণ উপস্থাপন করে বিষয়টি খোলাসা করার চেষ্টা করা হলো।

১. সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ করা ফরয নয় বরং ওয়াজিব

হজের সময় সাফা মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে সা'ঈ করা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে বলেন,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

'নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কেউ কা'বা গৃহের হজ কিংবা 'উমরা সম্পন্ন করে, তার জন্য এ দুইটির মধ্যে সা'ঈ করলে কোন পাপ নেই। আর কেউ স্বতঃফূর্তভাবে সৎকাজ করলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পুরস্কারদাতা ও সর্বজ্ঞ।' (সূরা বাকারা-১৫৮)

সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে হাজিদের ওপর সা'ঈ করা মালিকী, শাফি'ঈ ও হাম্বলী মাযহাব মতে ফরয। হানাফীরা বলেন, সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ করা ফরয নয় বরং ওয়াজিব। কোন হাজি সা'ঈ করতে না পারলে দম আদায় করলে তার হজ হয়ে যাবে। (ইবন আল-হুমাম ৫৯৪) উল্লেখ্য, 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أنْ يَطَّوَّفَ بهما﴾ এর স্থলে ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أنْ لا يَطَّوَّفَ بهما﴾ পাঠ করেছেন। অর্থাৎ, সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সা'ঈ না করলে কোন গুনাহ নেই।' এ পঠনরীতি সা'ঈ ফরয হওয়াকে নফি করে। (আল-কুদূরী ১৮৭৯-১৮৮৮) এ ক্ষেত্রেও 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.)এর কিরাআত কূফাবাসীদের মাযহাবের উপর একটি বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। তাই কূফাবাসী বিশেষত হানাফী মাযহাবের মতে সা'ঈ করা ফরয নয়।

২. ঋতুকালীন স্ত্রীর সাথে সহবাস হারাম হওয়ার উপর 'উলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেন। (ইবন আল-কাত্তান 'আল-ইকনা' ফি মাসায়িলিল ইজমা', ১/১০৩) তবে ঋতুস্রাবের রক্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর গোসলের পূর্বে সহবাস করার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ফুকাহায়ে কেরামের ইখতিলাফ আয়াতের পঠনরীতির ওপর নির্ভর করে হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هو أَذًى فاعْتَزِلُوا النِّساءَ في الْمَحِيضِ ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِن حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

'তারা আপনাকে রজঃস্রাব সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন, এটি অশুচি। সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রী সংগম বর্জন করো। পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী সংগম করো না। অতঃপর তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকরীদেরকে ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকেন তাদের ভালোবাসেন।'

মালিকী মাযহাব, শাফি'ঈ মাযহাব ও হাম্বলী মাযহাব-এর ফকীহগণ বলেন, রক্ত বন্ধ হওয়ার পর গোসল করা সাপেক্ষে সংগম বৈধ। তাঁদের মতে পবিত্র কুরআনের- حَتّى يَطْهُرْنَ- দ্বারা, ঋতুস্রাব থেক মুক্ত হওয়া এবং فَإِذا تَطَهَّرْنَ- দ্বারা গোসল করা বুঝানো হয়েছে।

হানাফী মাযহাবের 'উলামায়ে কেরাম উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.)-এর পঠনরীতি আমলে এনে বলেন, ঋতুস্রাবের সর্বোচ্চ সময় (দশদিন) অতিবাহিত হওয়ার পর যখন রক্ত বন্ধ হবে, তখন গোসল ব্যতীত সহবাস করা বৈধ হবে। এরপূর্বে গোসল ছাড়া বৈধ নয় । হানাফীরা 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) ও উবাই ইবন কা'ব (রা.)-এর পঠনরীতিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা حَتّى يَطْهُرْنَ স্থলে ﴿حَتّى يَتَطَهَّرْنَ﴾ পাঠ করেছেন। আর হামযা, কিসাঈ ও 'আসিম (রাহ.)-এর পঠনরীতি হলো - ﴿حَتّى يَطَّهَّرْنَ﴾- হা ও ত্বা বর্ণে তাশদীদ ও যবর যুগে। আর নাফি', আবু 'আমর, ইবনু কাছীর, ইবনু 'আমির ও 'আসিম (রহ.) হাফস (রা.)-এর কিরাআতে পঠনরীতি হলো- ﴿حَتّى يَطْهُرْنَ﴾- ত্বা বর্ণে সাকিন ও হা বর্ণে পেশযুগে। হানাফীরা উক্ত পঠনরীতিসমূহের মধ্যে সম্বনয় করে বলেন, আমরা 'মুহাফ্ফাফ' কিরাআতকে ঋতুস্রাবের সর্বনিম্ন সময়ে রক্ত বন্ধ হওয়ার উপর ব্যবহার করেছি; এমতাবস্থায় গোসল করার পূর্বে সহবাস করা বৈধ নয়। কেননা, এমতাবস্থায় স্ত্রী পুনরায় ঋতুস্রাব ফিরে আসা থেকে নিরাপদ নয়। আর 'মুশাদ্দাদ' কিরাআতকে ঋতুস্রাবের সর্বোচ্চ সময়ের পর রক্ত বন্ধ হওয়ার উপর ব্যবহার

করেছি; এমতাবস্থায় গোসল না করলেও সহবাস করা বৈধ হবে। (আল-জাস্সাস:, ১/ ৪২২-৪২৪) এখানেও আহলে কূফার মাযহাবের ওপর 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.)-এর কিরাআতের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

৩. প্রথম আযানের পরপরই জুমু'আর দিকে যাওয়া ওয়াজিব

জুমু'আর প্রথম আযানের পর লোকদের বেচা-কেনা ত্যাগ করা এবং জুমু'আর দিকে ধাবিত হওয়া ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

'হে ঈমানদারগণ! জুমু'আর দিনে যখন সালাতের জন্য আযান হবে তখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করো। এটি তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা উপলব্ধি করো।' (সূরা বাকারা-আয়াত-২২২)

উল্লেখ্য, 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) فَٱسْعَوْاْ স্থলে فامْضوا পাঠ করেছেন। হানাফীরা এ পঠনরীতিকে আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে 'আমলে এনেছেন। তাঁদের মতে ﴿ فاسْعَوْا ﴾ শব্দের তাফসীর হলো ﴿فامْضوا﴾ তোমরা সেদিকে যাও অর্থাৎ সালাত এর জন্য প্রস্তুতি নাও।

হানাফীরা এক্ষেত্রেও ইবন 'উমার ও 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) এর কিরাআতকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেননা, 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ স্থলে ﴿فامْضوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ পাঠ করতেন। 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) বলতেন, আমি যদি فامْضوْا এর পরিবর্তে فاسْعَوْا পাঠ করতাম, এমনভাবে দৌড় দিতাম যে আমার চাদর পড়ে যেতো। (আল-কুরতুবী: ১৮/১০২)

এখানে আযান বলতে হানাফীদের মতে প্রথম আযান উদ্দেশ্য। আর মালিকী, শাফি'ঈ ও হাম্বলীদের মতে দ্বিতীয় আযান উদ্দেশ্য। যেটি খতীবের সামনে মিম্বারের পাশে দেয়া হয়।(আল জাযিরী:, ১/৩৪৩)

৪. রোযা দ্বারা কসমের কাফ্ফারায় ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব

কসমের কাফ্ফারা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে বলেন,

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

'কসমের কাফ্ফারা হলো দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের আহার দান, যা তোমরা তোমাদের পরিবারকে খেতে দাও। অথবা তাদেরকে বস্ত্র দান, অথবা একজন দাস মুক্তি। আর যার সামর্থ নেই তার জন্য তিনদিন রোযা রাখা।' (আল মায়িদা-৮৯)

শাফি'ঈদের মতে রোযার মাধ্যমে কসমের কাফ্ফারা আদায় করলে ধারাবাহিকতা রক্ষা করার প্রয়োজন নেই। কেবল তিনটি রোযা রাখলেই আদায় হয়ে যাবে।

হানাফীদের মতে রোযার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। (আল জাযিরী:, ২/২৩৩) কেননা, আল্লাহ তা'আলার বাণী ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ﴾-এর পর ইবন মাস'উদের কিরআতে مُتَتَابِعَاتٍ -শব্দটি আছে। অর্থাৎ,

কসমের কাফ্ফারায় ধারাবাহিকভাবে তিনটি রোযা রাখবে।' হানাফীরা ইবন মাস'উদের কিরআতকে আমলে এনে রোযা দ্বারা কাফ্ফারর ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব বলেছেন। কেননা, খবরে মশহুর 'ইলমের ফায়েদা প্রদান না করলেও আকাট্য নস-কে এর দ্বারা মুকায়্যাদ করা জায়েয। সুতরাং হানাফীরা ﴿أَيّامٍ﴾- মুতলাক শব্দটিকে 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.)-এর কিরাআত ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ﴾ দ্বারা মুকায়্যাদ করেছেন। এজন্য তাঁরা কসমের কাফ্ফারা আদায় করার সময় ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব বলেছেন। (ইবনুল হুমাম: ৫/১৮১)

৫. চোরের ডান হাতা কাটা

চুরি করার শাস্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

'পুরুষ চোর ও নারী চোর, তাদের হাত কেটে দাও; এটি তাদের কৃতকর্মের ফল। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আদর্শ দণ্ড। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।' (আল মায়িদা-৩৮)

চোরের কোন হাত কাটা নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে। হানাফীরা চোরের ডান হাত কাটার বিধান গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁরা 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.)-এর কিরাআত হলো- ﴿والسَّارِقُ والسارقةُ فَاقطعوا أَيْمانهما﴾ 'তোমরা চোর পুরুষ ও চোর নারীর ডান হাত কেটে দাও।' হানাফীরা এক্ষেত্রে 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.)এর পঠনরীতিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কুরাআন মাজীদের মাতওয়াতের বর্ণনায় এসেছে, ﴿والسَّارِقُ والسارقةُ فَاقطعوا أَيْدِيَهما﴾। আর 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.)-এর মাশহুর কিরাআত এসেছে ﴿فَاقطعوا أَيْمانهما﴾। মশহুর বর্ণনা দ্বারা 'নস'-এর ইতলাককে মুকায়্যাদ করা জায়েয। এ কারণে হানাফীরা চোরের ডান হাত কাটার কথা বলেন। দ্বিতীয়বার চুরি করলে, হানাফীরা তার বাম পা কাটার কথা বলেন। এরপরও যদি চুরি করে, বাকী হাত পা না কেটে তাকে নিন্দা করতে বলেন এবং তাওবা না করা পর্যন্ত বন্দি করে রাখার সিদ্ধান্ত দেন। (আস-সারাখসী: ৯/১৬৬, ১৬৭) এই মাসআলার ক্ষেত্রেও হানাফী মাযহাব 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.)-এর কিরাআত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

৬. মূল্যের মাধ্যেমে শিকারের ক্ষতিপূরণ

কোন মুহরিম যদি শিকার করে তার ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

'হে ঈমানদারগণ! ইহরাম অবস্থায় তোমরা কোন জন্তু শিকার করো না। তেমাদের মধ্যে কেউ শিকার করে হত্যা করলে তার বিনিময় অনুরূপ।'(আল মায়িদা-৯৫)

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ স্থলে ﴿جَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قتل منَ النعمِ﴾ পাঠ করেছেন। তাঁর পঠনরীতিতে 'হু' সর্বনাম রয়েছে। এটিকে আমলে এনে হানাফীরা বলেন যে, নিশ্চয়ই কোন মুহরিম ব্যক্তি কোন শিকারকে হত্যা করলে তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত প্রাণী। এর মূল্য যদি একটি হাদীর (কুরবানির পশুর) সমান হয়, তাহলে শিকারীর ইখতিয়ার রয়েছে যে, ইচ্ছা করলে সে হাদী (কুরবানিরপশু) দিতে পারবে, নতুবা সে পরিমাণ অর্থের খাবার আহার করাতে পারবে, অথবা রোযা রাখতে পারবে। আর যদি শিকারের মূল্য হাদীর সমান না হয়, তখনও খাবার ও রোযা রাখার মধ্যে ক্ষতিপূরণ আদায় করার জন্য শিকারীর ইখতিয়ার রয়েছে। হানাফীদের মতে শিকারের অনুরূপ প্রাণী থাকা ও না থাকা সমান। এক্ষেত্রেও হানাফীরা 'আব্দুল্লাহ ইবন

মাস'উদ (রা.)-এর কিরাআত -﴿فجزاؤه مثل﴾-কে আমলে এনেছেন। উল্লেখ্য, জমহুরের ক্বিরাতে 'হু' সর্বনামটি নেই। (আল-কাসানী: ২/১৯৮)

৭. তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে বাসস্থানসহ ভরণপোষণ প্রদান করা

তালাকপ্রাপ্তা মাহিলাকে ইদ্দত পালনের সময় ভরণপোষণ ও বাসস্থান দেয়া প্রসঙ্গে সূরা তালাকে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِن حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ﴾ 'তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ ঘরে তোমরা বাস কর তাদেরকেও অনুরূপ ঘরে বাস করতে দেবে।'

হানাফীরা বলেন, 'المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة'- 'তিন তালাকপ্রাপ্ত মহিলার জন্য বাসস্থান ও ভরণপোষণ' এর ব্যবস্থা করতে হবে।' (আত-তিরমিযী: 'বাবু মা জাআ ফিল-মুতাল্লাকাতি ছালাছান লা-সুকনা লাহা ওয়া লা-নাফকাহ, পৃ. ৪৭৬) কোন পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে, তাহলে তার ইদ্দত পালন করার সময় তার বাসস্থান ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ইদ্দত পালনকালে স্বামীকে স্ত্রীর বাসস্থান ও ভরণপোষণ দিতে হবে। 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.)-এর কিরাআতে এসেছে যে, ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِن حَيْثُ سَكَنتُمْ وَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ مِن وُجْدِكُمْ﴾ 'তোমরা যেরূপ ঘরে বাস কর তাদেরকেও অনুরূপ ঘরে বাস করতে দেবে এবং তোমরা তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী তাদের জন্য ব্যয় করবে'। হানাফীরা এই কিরাআতটি জমহুরের কিরাআতের তাফসীর হিসেবে গ্রহণ করেছে।

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছ ও ফিকাহের প্রভাব

মুসলিম শহরসমূহের অধিবাসীরা সাহাবী ও তাবি'ঈ থেকে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করেছেন। উল্লেখ্য, যে এলাকায় যেসব সাহাবী ও তাবি'ঈ কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান বিতরণ করেছেন সেসব এলাকায় তাঁদের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

মদীনার অধিবাসী হযরত 'উমার, 'উসমান, ইবন 'উমার, ইবন 'আব্বাস (রা.)-এর মাযহাব পালন করতেন এবং তাবি'ঈন-এর মধ্যে সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, 'উরওয়াহ, সালিম, একরামা, যুহরি (রাহ.)সহ প্রমুখের মাযহাব পালন করতেন। আর কূফাবাসী বেশিরভাগ 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) ও তাঁর সাথীদের মাযহাবের অনুসরণ করতেন এবং অন্যান্যদের তুলনায় তাঁরা হযরত 'আলী (রা.), শুরাইহ, শা'বী (রাহ.) এর বিচার ব্যবস্থা ও ইবরাহীম নাখ'ঈ (রাহ.)-এর ফাতোয়া অনুসরণ করতেন। এ কারণে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-কে দেখা যায়, তিনি হযরত ইবরাহীম নাখ'ঈ (রাহ.) ও তাঁর সাথীদের মাযহাবকে অন্যান্যদের তুলনায় বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। হাদীছ ও ফিকহের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবে 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.)-কে প্রাধান্য দেয়া সম্পর্কে কতিপয় মাসআলা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো। (আদ-দেহলভী: ১/৩৭)

১. রুকূ'র সময় রাফ'উল ইয়াদাইন না করা প্রসঙ্গ

'আব্দুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ (রহ.) 'আলকামা (রহ.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) বলেন, 'আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সালাত আদায় কীরূপ ছিল তা শিক্ষা দেব না?' বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি সালাত আদায় করলেন এবং তাতে কেবলমাত্র একবার রাফ'উল ইয়াদাইন করলেন। (আহমদ: ৬/২০৩, হাদীছ নং-৩৬৮১)

এ কথা বর্ণিত আছে যে, একদা ইমাম আওযা'ঈ (রাহ.) আবূ হানীফা (রাহ.) এর সাক্ষাত করেন। তখন তিনি বলেন, ইরাকিদের কী হলো যে, তারা রুকু'র সময় ও রুকু' থেকে মাথা উঠানোর সময় রাফ'উল ইয়াদাইন করে না? অথচ ইমাম যুহরী (রাহ.) হতে সালিম (রা.)-এর সূত্রে 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা.) হতে আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব স্থানে রাফ'উল ইয়াদাইন করতেন। তখন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বলেন, আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ (রাহ.) ইবরাহীম নাখ'ঈ (রাহ.) ও 'আলকামা (রাহ.)-এর সূত্রে 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) হতে। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব স্থানে রাফ'উল ইয়াদাইন করতেন না। অতঃপর হযরত আওযা'ঈ (রাহ.) বলেন, কি আশ্চর্যের ব্যাপার যে, আবূ হানীফা আমার সাথে এমন হাদীছ নিয়ে তর্ক করে, যা সর্বোচ্চ উত্তম সনদে আমার কাছে বর্ণিত হয়েছে। তখন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বলেন, হাম্মাদ (রহ.) যুহরী (রাহ.) এর চেয়ে ফিকহ অধিক বুঝতেন এবং ইবরাহীম নাখ'ঈ (রাহ.) সালিম (রাহ.)-এর চেয়ে অধিক বুঝতেন। যদি ইবন 'উমার (রাহ.) অগ্রগামী না হতেন, তাহলে আমি বলতাম 'আলকামা (রাহ.)ও অধিক বুঝতেন। অতঃপর 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) তিনি তো 'আব্দুল্লাহই অর্থাৎ তিনি ফিকহ ও হাদীছ সংরক্ষণে সুপ্রসিদ্ধ যা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.)-এর রেওয়ায়াকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। (আল-বাবরতী: পৃ.৩১০, ৩১১ ও আল-'আত্তার: পৃ. ৪০৬)

২. মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা প্রসঙ্গ

মোজার উপর মাসেহ করার ইদ্দতের ব্যাপারে অসংখ্য হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে- 'আলী ইবন আবি তালিব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা মুসাফিরের জন্য তিন দিন, তিন রাত ও মুকিমের জন্য এক দিন, এক রাত নির্দিষ্ট করেছেন। (মুসলিম:, ১খণ্ড পৃ. ২৩২, হাদীছ নং-২৭৬) এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, মুসাফিরের সময়সীমা হলো তিন দিন তিন রাত এবং মুকিমের জন্য সময়সীমা হলো এক দিন এক রাত। আর অন্যান্য হাদীছসমূহ এর চেয়ে অধিক সময়সীমার কথা বলা হয়েছে। তন্মধ্যে আনাস ও 'উমার (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কোন লোক যদি ওযু করার পর মোজা পরিধান করে, সে যেন তার উপর মাসেহ করে; তা পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায় করে এবং সে চাইলে জানাবাত (গোসল ফরজ না হওয়া পর্যন্ত) ব্যতীত তা যেন না খোলে। (আদ-দারুকুতনী ১/৩৭৬, হাদীছ নং-৭৭৯ ও আল-বায়হাকী: পৃ. ৪২০, হাদীছ নং-১৩৩০) ইমাম মালিক (রাহ.) এ অভিমতকে সমর্থন করেন। (আল জাযিরী ১/১৩৩)

হানাফীগণ বলেন, মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত মাসেহ করা জায়েয এবং মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত মাসেহ করা জায়েয। (ইবনুল মুনযির: ১৪৩৪ ও আাল কাসানী ৮) 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছ তাঁদের দলীল। উল্লেখ্য, ইবরাহীম নাখ'ঈ (রহ.) ও হারিছ ইবন সুওয়ায়িদ (রহ.) সূত্রে 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা তাঁরা তাঁদের মতামতকে মজবুত করেছেন। (আস-সান'আনী': 'আল-মুসান্নাফ', ১/ ২০৭, হাদীছ নং-৭৯৯)

৩. চুরি করা সম্পদের পরিমাণ এক দিনার অথবা দশ দিনার পর্যন্ত পৌঁছলে চোরের হাত কাটা প্রসঙ্গ

চুরিকৃত সম্পদের পরিমাণ কত হলে হাত কাটা যাবে এ নিয়ে ফুকাহায়ে কেরাম এর মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। মতানৈক্যের কারণ এ বিষয়ে বিভিন্ন রিওয়ায়ত পাওয়া যায়। 'আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, لا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا দিনারের এক চতুর্থাংশ বা এর চেয়ে বেশি অথবা ততোধিক চুরি করলে হাত কাটা যাবে; অন্যথায় নয়। (আল-বুখারী: ৮/১৬০, হাদীছ নং-৬৭৮৯ ও মুসলিম, ৩/১৩১২, হাদীছ নং-১৬৮৪) আর আইমান (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি

বলেন, يُقْطَعُ السَارِقَ فِيْ ثَمَنِ المِجَنِّ- চামড়ার ঢালের মূল্যের পরিমাণ চুরিতে হাত কাটা হবে। (কালা'জী: ১/৪০৭) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যমানায় চামড়ার ঢালের মূল্য ছিল এক দিনার অথবা দশ দিরহাম। (আন-নাসাঈ: ৮/৮৩, হাদীছ নং-৪৯৪৭) ইবন মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত হাদীছে এসেছে, তাঁর উক্তি لَا تُقْطَعُ اليَدَ إِلَّا فِيْ الدِّيْنَارِ أَوْ العشرَةَ دراهمَ- এক দিনার অথবা দশ দিরহামের কমে হাত কাটা হবে না। এই জন্য কূফাবাসী ইবন মাস'উদ (রা.)-এর হাদীছ ও ফিকাহকে প্রাধান্য দিয়ে বলেন, দশ দিরহামের কমে হাতা কাটা যাবে না। (আত-তিরিমিযী: ৩/১০৩) এটাই অধিক যথার্থ। (আল-কাসানী: ৭/৭৭)

৪. জানাযা চার পাশে কাঁধে বহন করা সুন্নাত হওয়া প্রসঙ্গ

এই মাসআলায় অনেক হাদীছ ও আছার বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে কিছু হাদীছ প্রমাণ করে যে, জানাযা দু'জন ব্যক্তি বহন করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'সা'দ ইবন মু'আয (রা.) এর জানাযা দু'টি স্তম্ভের (দু'ব্যক্তির কাঁধে) মাঝে বহন করা হয়। (আল-বায়হাকী: 'মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার', ৫/২৬৪ ও আল-বাগভী: ৫/৩৩৭) অপরদিকে হাদীছ ও আছরসমূহ চারজন পুরুষের কাঁধে জানাযা বহন করা সুন্নাতের ওপর প্রমাণ বহন করে। যেমন আনাস (রা.) হতে বর্ণিত হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, مَنْ حَمَلَ جَوَانِبَ السَّرِيرِ الْأَرْبَعَ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً -'যে ব্যক্তি মৃতের খাটিয়ার চারপাশ বহন করে, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তার চল্লিশটি কবীরা গুনাহ মাফ করে দেন। (আত-তাবরানী: পৃ.৯৯, হাদীছ নং-৫৯২০) হানাফীরা এটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের এ অভিমতকে 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) হতে তাদের বর্ণিত হাদীছ আরো সুদৃঢ় করে, তাঁর উক্তি- مَنْ اتبع جنازةً فليَحْمِلْ بِجَوَانِبَ السَّرِيرِ كلها- যে ব্যক্তি মৃতের খাটিয়া বহন করে সে যেন খাটিয়ার চারপাশ বহন করে। কেননা, এটি সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত; অতঃপর সে যদি চায় তাহলে নফল হিসাবে বহন করবে, আর না চাইলে ত্যাগ করবে। (ইবন মাজাহ ৪৫৬, হাদীছ নং-১৪৭৮)

৫. সালাতে তাশাহহুদ পাঠে ইবনু মাসউদ (রা.) এর বর্ণনাকে প্রাধান্য দেয়া

সালাতের তাশাহহুদ বিষয়ে বেশ কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (আস-সান'আনী: ২/২০২, হাদীছ নং-৩০৬৭)

ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত,

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (মুসলিম: ১/৩০২, হাদীছ নং-৪০৩)

ইবন যুবাইর (রা.) বর্ণনা করেন,

'بِسْمِ اللَّهِ، وَبِاللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ، التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا-আত-আল-বায্যার: ৬/১৮৮, হাদীছ নং-২২২৯ ও (তাবরানী: ৩/২৭০, হাদীছ নং-৩১১৬)

ইবন মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, যার সাথে অসংখ্য সাহাবীগণ ঐকমত্য পোষণ করেন,

"التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (আল-বুখারী: ২/৬৩, হাদীছ নং-১২০২)

হানাফীরা 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত 'তাশাহহুদ' গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা এ বর্ণনাটিকে কয়েকটি কারণে প্রাধান্য দিয়েছেন। তন্মধ্যে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তিকাল অবধি 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) তাঁর সুহবতে ছিলেন, তিনি তাঁর থেকে শুনেছেন। তাছাড়া এই বর্ণনাটি সনদের দিক দিয়ে হাসান। এই হাদীছটি হাসান হওয়ার কারণে সিহাহ সিত্তার ইমামগণও বর্ণনা করেছেন। পূর্বে বলা হয়েছে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবন মাস'উদ (রা.)কে ইলম শিক্ষা দিয়েছেন। (আল জস্সাস ১/৬২৯-৬৩৪)

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) এর হাদীছটি গ্রহণ করেছেন। হাদীছ গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও হানাফী মাযহাবে ইবন মাস'উদ (রা.)-এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। (আস-সারাখসী; আল-মাবসূত', ১/২৮)

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। যেভাবে কুরআন মাজীদ থেকে মাসয়ালা ইস্তিমবাত করার ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবে 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.)-এর পঠনরীতির প্রভাব দেখা যায় সেভাবে হাদীছ গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও ইবন মাস'উদ (রা.)-এর প্রভাব হানাফী মাযহাবে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। অনেকে মনে করেন, ইমাম আবূ হানীফা কেবল কিয়াসের মাধ্যমে মাযহাব বিনির্মাণ করেছেন। এটি ভুল ধারণা। ইমাম বাকির ইবন য়য়নিল 'আবেদিন (রাহ.)-কে কেউ কেউ ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে এ অপবাদ দিলে, তিনি হজ্বের মৌসুমে ইমাম আবূ হানীফার সাক্ষাতে তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন। প্রত্যুত্তরে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বলেন, 'কুরআন-সুন্নাহতে কোন বিষয়ে ফয়সালা থাকলে কিয়াস করার প্রশ্নই আসে না।' কুরআন-সুন্নাহর ওপর তাঁর গভীর জ্ঞান পরখ করার পর ইমাম বাকির (রাহ.) বলেন, 'আপনি আমার নানার বিলুপ্ত সুন্নাহকে পুনরুজ্জীবিত করবেন, সকল বিভ্রান্ত লোকের পথপ্রদর্শক হবেন। আল্লাহ তা'আলা আপনার সহায় হোন।'(কুরদারী ১/৩১) কুরআন-সুন্নাহর ওপর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর গভীর জ্ঞান ও অসাধারণ ধীশক্তির কারণে মাযবাহের চার ইমামের মধ্যে তিনি ইমাম আ'যম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। উল্লেখ্য, 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীগণের অন্যতম মুজতাহিদ সাহাবী । তিনি সাহাবীগণের মধ্যে কুরআন, সুন্নাহ, ও ফিকহি জ্ঞানে অগ্রগামী ছিলেন। হাদীছ বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনি মুকাসসিরিন রাভীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর থেকে অসংখ্য তাবি'ঈ ও তাব'-তাবি'ঈ শিক্ষা লাভ করেছেন। বিশেষত দীর্ঘদিন কূফানগরীতে বসবাসের কারণে তাঁর ফিকহ কূফানগরীতে প্রভাব বিস্তার করে। তাই বলা যায়, হানাফী ফিকহের সূচনা হয়েছে 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.)-এর মাধ্যমে এবং পূর্ণতা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এর মাধ্যমে।

তথ্যসূত্র

* **আল-কুরআনুল করীম**

আহমদ: আবূ 'আব্দুল্লাহ আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, **'আল মুসনাদ'** মুওয়াসসিসাতুর রিসালাহ, বৈরূত-২০০১খ্রি.)

আবূ দাউদ: সুলাইমান ইবন আশ'আছ ইবন ইসহাক ইবন বশীর ইবন শাদ্দাদ **'আস সুনান'**, আল মকতাবাতুল 'আসরিয়া, তা.বি. বৈরূত

আল বুখারী: আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল **'আল জামিউ'স সাহীহ'**, দারু তাওকিন নাজাত, বৈরূত-১৪২২হি.

আল-বায্যার: আবূ বাকর আহমদ ইবন 'আমর ইবন আব্দুল খালিক ইবন খাল্লাদ ইবন 'উবায়দিল্লাহ, **'আল মুসনাদ'**, মাকতাবাতুল 'উলুম ওয়াল হিকাম, আল মাদীনাতুল মুনাওয়ারা -২০০৯খ্রি.,

আল-বাগভী: আবূ মুহাম্মদ হোসাইন ইবন মাস'উদ ইবন মুহাম্মদ ইবনুল ফার্‌রা'- **'শরহুস সুন্নাহ'**, আল-মাকতাবুল ইসলামি, দামেস্ক-১৯৮৩খ্রি.

আল-বায়হাকী: আহমদ ইবনুল হোসাইন ইবন 'আলী ইবন মূসা; **'আস-সুনানুল কুবরা'**, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, বৈরূত ২০০৩খ্রি.

আত-তিরমিযী: মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা ইবন সওরা ইবন মূসা, **'আল জামিউ'স সুনান'**, দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরূত-২০১০খ্রি.

আল-জাস্‌সাস: আবূ বাকর আহমদ ইবন 'আলী আর-রাযী, **'আহকামুল কুরআন'**, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, বৈরূত-১৯৯৪খ্রি.

আল-জাস্‌সাস: আবূ বাকর আহমদ ইবন 'আলী আর-রাযী, **'শরহু মুখতাসারুত তাহাভী**, দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়্যহা', বৈরূত-২০১০খ্রি.

আল-হাকিম: আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন মুহাম্মদ, **'আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন'**, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, বৈরূত-১৯৯০খ্রি.

আল-খলীলী: আবূ ই'য়ালা খলীল ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন আহমদ ইবন ইবরাহীম ইবন খলীল আল-কাযভিনী, **'আল-ইরশাদ ফি মা'রিফাতি 'উলামায়িল হাদীছ'**, মাকতাবাতুর রুশদ', রিয়াদ-১৪০৯হি.

আদ-দারু কুতনী: আবূল হাসান 'আলী ইবন 'উমার ইবন আহমদ ইবন মাহদী ইবন মাস'উদ ইবন নু'মান, **'আস-সুনান'**, মুওয়াসসিসাতুর রিসালাহ, বৈরূত-২০০৪খ্রি.

আদ-দেহলভী: আহমদ ইবন 'আব্দুর, **'আল-ইনসাফ ফি বয়ানি আসবাবি ইখতিলাফ'**, দারুন নফায়িস, বৈরূত-১৪০৪হি.

আয-যাহাবী: শামসুদ্দীন আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন 'উসমান ইবন কায়িমা; **'সিয়ারু আ'লামিন নুবলা'**, মুওয়াসসিসাতুর রিসালাহ, বৈরূত- ১৯৮৫খ্রি.

আর-রুয়ানী: আবূল মুহসিন 'আব্দুল ওয়াহিদ ইবন ইসমা'ঈল, **'বাহরুল মাযাহিব'**, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ', বৈরূত-২০০৯খ্রি.

আয-যাইলা'ঈ: 'উসমান ইবন 'আলী, **'তাবয়িনুল হকায়িক শরহু কানযুদ দাকায়িক'**- আল-মাতবাআতুল কুবরা আল-আমিরিয়া', কায়রো- ১৩১৩হি.

আস-সারাখসী: শামসুল আয়িম্মা মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন আবূ সাহল, **'উসুলুস সারাখসী'**- দারুল মা'রিফা' বৈরূত-তা.বি

আস-সারাখসী: শামসুল আয়িম্মা মুহাম্মদ ইবনু আহমদ ইবনু আবি সাহল, **'আল-মাবসূত'**- দারুল মা'রিফা, বৈরূত- ১৯৯৩খ্রি.

আস-সাম'আনী: আবুল মুজাফ্‌ফর মনছুর ইবন মুহাম্মদ ইবন 'আব্দুল জাব্বার ইবন আহমদ, **'কাওয়াতি'উল আদিল্লা ফিল উসূল'**, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, বৈরূত-১৯৯৯খ্রি.

আস-সুয়ূতী: জালাল উদ্দিন আব্দুর রহমান ইবন আবূ বাকর, **'নাওয়াহিদুল আবকার ওয়া শাওয়াহিদুল আফকার'**, আল-মামলাকাতুল 'আরবিয়্যাতুস, সাউদিয়া- ২০০৫খ্রি.

আশ-শিরাজী: আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবন 'আলী, **'তাবকাতুল ফুকাহা'**, দারুর রায়িদুল 'আরবি, বৈরূত-১৯৭০খ্রি.

আস-সামীরী: আল-হোসাইন ইবন 'আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন জা'ফর, **'আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহি',** আ'লমুল কুতুব, বৈরূত-১৯৮৫খ্রি.

আস-সান'আনী: মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল ইবন সালাহ ইবন মুহাম্মদ আল-হাসানী, **'উসুলুল ফিকহ'**, মুওয়াসসিসাতুর রিসালা, বৈরূত-১৯৮৬খ্রি.

আত-তাবরানী: সুলায়মান ইবন আহমদ ইবন আইয়ুব, **'আল-মু'জামুল আওসাত'**, দারুল হারামাইন, কায়রো

আত-তাহাভী: আবূ জা'ফর আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন সালামা, **'শারহু মা'আনিউল আছার'**, আ'লামুল কুতুব, কায়রো-১৯৯৪খ্রি.

আস-সান'আনী: আবূ বাকর 'আব্দুর রায্যাক ইবন হুমাম ইবন নাফি' আল-হুমায়রী, **'আল-মুসান্নাফ'**, আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরূত-১৪০৩হি.

আস-সামারকান্দী: 'আলা উদ্দিন আবূ বাকর মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন আবূ আহমদ, **'তুখফাতুল ফুকাহা'**- দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, বৈরূত-১৯৯৪খ্রি.

আল-'আইনী: আবূ মুহাম্মদ মাহমুদ ইবন আহমদ ইবন মূসা ইবন আহমদ, **'আল-বিনায়া শরহুল হিদায়া'** দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, বৈরূত-২০০০খ্রি.

আল-ফাসী: তাকি উদ্দিন মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-হোসাইনী, **'আল-আকদুছ ছামিন ফি তারিখিল বালাদিল আমিন'**, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, বৈরূত-১৯৯৮খ্রি.

আল-কুদূরী: আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন জা'ফর **'আত-তাজরীদ'**, দারুস সালাম, কায়রো-২০০৬খ্রি.

আল-কুরতাবী: আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন আবূ বাকর, **'আর-জামে'উ লি-আহকামিল কুরআন'**, দারুল কুতুবিল মিসরিয়াহ, কায়রো-১৯৬৪খ্রি.

আল-কাসানী: 'আলা উদ্দিন আবূ বাকর ইবন মাস'উদ ইবন আহমদ, **'বাদায়ি'উস সানায়ি' ফি তারতিবিশ শরা'ঈ'** দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, বৈরূত-১৯৮৬খ্রি.

আল-মাওয়ারদী: আবুল হাসান 'আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাবীব, **'আন-নিকাতু ওয়াল 'উয়ূন'**, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, বৈরূত-তা.বি.

আন-নসাঈ: আবূ আব্দুর রহমান আহমদ ইবন শু'আইব ইবন 'আলী, **'আস সুনানুল কুবরা'**, মাকতাবুল মাতবু'আতিল ইসলামিয়্যাহ, হালব-১৯৮৬খ্রি.

আল জাযিরী: 'আব্দুর রাহমান, **কিতাবুল ফিকহি 'আলা মাযাহিবিল আরবা'আ**, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, বৈরূত-১৪১০হি.

ইবন আবী শায়বাহ: আবূ বাকর 'আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম ইবন 'উসমান, **'আল-মুসান্নিফ ফিল আহাদীছ ওয়াল আছার'**, মাকতাবাতুর রশিদ, রিয়াদ-১৪০৯হি.

ইবন আল-আছীর: আবূল হাসান 'আলী ইবন আবূল কারম মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ 'আব্দুল করীম ইবন 'আব্দুল ওয়াহীদ, **'উসদুল গাবাহ'** দারুল ফিকর, বৈরূত-১৯৭৯খ্রি.

ইবন আল-হাজ্জ: আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল-আবদারী, **'আল-মুদখাল'** দারুত তুরাছ, তা.বি. কায়রো

ইবন আল-কাত্তান: 'আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন 'আব্দুল মালিক, **'আল-ইকনা' ফি মাসায়িলিল ইজমা''**, মাকতাবাতুল ফারুক আল-হাদীছা, কায়রো-২০০৪খ্রি.

ইবন আল-মুনযির: আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম, **'আল-আওসাত ফিস-সুনান ওয়াল ইজমা' ওয়াল ইখতিলাফ'**, দারু তৈয়্যবাহ, রিয়াদ-১৯৮৫খ্রি.

ইবন আল-হুমাম: কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহীদ, **'ফাতহুল কাদীর'** দারুল ফিকর, বৈরূত- তা.বি

ইবন হাজার: আহমদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ **'আল-ইসাবা ফি তামিযিস সাহাবা'**, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, বৈরূত-১৪২৫হি.

ইবন হাজার: আহমদ ইবন 'আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আহমদ; **'বুলুগুল মুরাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম'**, দারুল কুবুস, রিয়াদ-২০১৪খ্রি.

ইবন সা'দ: আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন সা'দ ইবন মুনি', **'আত-তাবকাতুল কুব্‌রা'**, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, বৈরূত-১৯৯০খ্রি.

ইবন 'আব্দুল বার্‌র: আবূ 'আমর ইউসুফ ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ, **'জামি'উ বয়ানিল 'ইলম ওয়া ফাদ্বলিহি'**- দারু ইবনিল জাওযী, জিদ্দা- ১৯৯৪খ্রি.

ইবন কাছীর: আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন 'উমার ইবন কাছীর আল-কারশী, **'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া'**, দারুল ফিকর, বৈরূত-১৯৮৬খ্রি.

ইবন মাজাহ: আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ আল-কাযভিনী, **'আস-সুনান'**, দারুর রিসালাহ আল-'আলামিয়্যাহ, বৈরূত-২০০৯খ্রি.

ইবন নুজাইম: যায়নুদ্দীন ইবন ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ, **'আল-বাহরুর রায়িক শারহু কানযুদ দাকায়িক'**-দারুল কিতাবিল ইসলামি, বৈরূত

'ইল্লিশ: মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন মুহাম্মদ, **'ফাতহুল আলী আল-মালিক ফিল-ফাতাওয়া 'আলা মাযহাবিল ইমাম মালিক'**- দারুল মা'রিফা'- বৈরূত

কুরদারী: মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন শিহাব ইবন বয্‌যায, **'মানাকিবুল ইমামিল 'আযম আবী হানীফা'**, মাকতাবা ইসলামিয়া, পাকিস্তান-১৪০৭হি.

কালা'উজি: মুহাম্মদ রাওয়াছ সাদিক, **'মুজামু লিগাতিল ফুকাহা'**- দারুন নফায়িস, বৈরূত-১৯৮৮খ্রি.

মুসলিম: আবূল হাসান মুসলিম ইবনুল হজ্জাজ আল-কুশায়রী, **আস-সাহীহ**, 'দারু ইহয়াউত তুরাছ', বৈরূত।